গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৭-৩৬৩

তারিখঃ ২৫ শ্রাবণ ১৪২৫
০৯ আগস্ট ২০১৮

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ০৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৪/০৯/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

(মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার)
উপসচিব
☎৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, মেকানিক্যাল/টেকনিক্যাল সার্ভিস/পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৮. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ জোন
৯. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন, সওজ অধিদপ্তর
১৩. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৪. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)
১৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২০. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

www.rthd.gov.bd || date: 2018-08-13

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

জুলাই ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ৫ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
১২ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>১২ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হল।</td><td>-</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার জুলাই'১৮ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">মে' ১৮ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">জুন'১৮ মাস পর্যন্ত আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০১</td><td>০</td><td>০১</td><td>০</td><td>০</td><td>০</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০১</td><td>০</td><td>০১</td><td>০</td><td>০</td><td>০</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>১৫</td><td>০</td><td>১৫</td><td>০১</td><td>০</td><td>০</td><td>১৪</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৪৬</td><td>০</td><td>৪৬</td><td>০২</td><td>০</td><td>০২</td><td>৪৪</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬৩</td><td>০</td><td>৬৩</td><td>০৩</td><td>০</td><td>০২</td><td>৬০</td><td></td></tr>
</table>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে জুন ২০১৮ মাস পর্যন্ত ০১টি মামলা চলমান ছিল। জুলাই ২০১৮ মাসে কোন মামলা রুজু ও নিষ্পত্তি না হওয়ায় চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০১টি।</td><td>(ক) বিআরটিএ'র তদন্ত পর্যায়ের মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। পিএসসিতে মতামতের জন্য প্রেরিত মামলার বিষয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে।
(খ) বিআরটিসি, সওজ এবং ডিটিসিএ'র এক বছরের অধিক পুরানো মামলাসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংস্থা তদন্ত কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td><u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার জুলাই ২০১৮ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">জুলাই ২০১৮ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ৩৪টি মামলার আদেশ/নির্দেশনা/রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ৩৪টি মামলার মধ্যে সওজ এ ২৮টি, বিআরটিএ ৬টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩১৭৮</td><td>১৬</td><td>৩১৯৪</td><td>০৬</td><td>০৫</td><td>০১</td><td>৩১৮৮</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২২৯</td><td>০৭</td><td>২৩৬</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৩৬</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৮৯</td><td>০০</td><td>৮৯</td><td>০৩</td><td>০২</td><td>০১</td><td>৮৬</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৪৯৭</td><td>২৩</td><td>৩৫২০</td><td>০৯</td><td>০৭</td><td>০২</td><td>৩৫১১</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ক. যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) সভায় জানান যে,
(১) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। সওজ অধিদপ্তর ও বিআরটিসি বিপক্ষে রায়কৃত মামলার বিষয়ে ভাল করে খোঁজ নিতে হবে। রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন। খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জোনের বিপুল সংখ্যক মামলার পেডিং থাকার কারণ, মামলার ধরণ ও মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে গত ২৬/০৭/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যাক্রম গ্রহণের ওপরও সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।</td><td>(ক) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচি (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপ /সংস্থা প্রধা যুগ্মসচিব (আই সংস্থা)/ সম্পত্তি ও আ</td></tr>
</table>

www.rthd.gov.bd Date: 2018-08-13

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(খ) সওজ অধিদপ্তরের বিপুল সংখ্যক মামলার পেডিং থাকার কারণ, মামলার ধরণ ও মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(২) জুন ২০১৮ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের ৪১টি কনটেম্পট মামলা ছিল। বিবেচ্যমাসে ০৫টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৪৬টি। বর্তমানে ৪৬টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। (৩) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা ২৯টি। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ১৩টি (সওজ ০৯টি, বিআরটিএ ০৪টি) এবং ২য় ও ৩য় শ্রেণির ১৬টি (সওজ ১১, বিআরটিএ ০৫টি) মামলা রয়েছে। চলমান মামলাগুলোর জবাব ভালভাবে পরীক্ষা করে আদালতে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) কনটেম্পট মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে। (৩) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ২৯টি মামলার বর্তমান অবস্থা আগামী সভায় পেশ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)
	খ. বিআরটিএ : জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২২৯টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জুলাই ২০১৮ মাসে ০৭টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৩৬টি।	সবচেয়ে পুরানো ৫০টি মামলার সর্বশেষ অবস্থা আগামী সভায় পেশ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : বিজ্ঞ আদালতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৯টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জুলাই ২০১৮ মাসে কোনো মামলা রুজু না হওয়ায় এবং ০৩টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ৮৬টি।	সবচেয়ে পুরানো ৫০টি মামলার সর্বশেষ অবস্থা আগামী সভায় পেশ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ : নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান যে, সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে ডিটিসিএ'র মামলা পরিচালনার জন্য সরকারি আইনজীবীর পাশাপাশি বেসরকারি/প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে গত ২২/০৫/২০১৮ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে ডিটিসিএ'র মামলা পরিচালনার জন্য একজন বেসরকারি আইনজীবি নিয়োগে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখায় ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৮	০৫	০২	০১	-	০৮	-	০৮
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪৮৬	১,১১৩	৫,৭৬৩	৬১০	-	৭,৪৮৬	০৯ (সাঃ), ০৫ (অঃ)	৭,৪৭২
ডিটিসিএ	১৮	০৮	০৯	০১	-	১৮	-	১৮
বিআরটিসি	৩,৭৩৮	২,৫০৯	১,১৩৮	৯১	-	৩,৭৩৮	০৯ (সাঃ), ০২ (অঃ)	৩,৭২৭
বিআরটিএ	২৬৫	৫০	২১৫	-	-	২৬৫	০৪ (সাঃ)	২৬১
ডিএমটিসিএল	৭	৬	১	-		৭	-	৭
মোট	১১,৫২২	৩,৬৯১	৭,১২৮	৭০৩	-	১১,৫২২	২৯	১১,৪৯৩

উপসচিব (অডিট) জানান যে, জুন ২০১৮ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৫২২। জুলাই ২০১৮ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ২৯টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ১১,৪৯৩টি।

(ক) উপসচিব (অডিট) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০৩টি অগ্রিম অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব ইতোমধ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ এবং অগ্রিম অডিট আপত্তি যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ কাজ চলমান রয়েছে। (খ) দপ্তর/সংস্থার দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্য নিম্নরূপ:	(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

অডিট সংক্রান্ত সভা			দ্বি-পক্ষীয় সভা		ত্রি-পক্ষীয় সভা		
মাস	দপ্তর/সংস্থা	সভা	আলোচিত (অনু)	সুপারিশ (অনু)	সভা	আলোচিত (অনু)	সুপারিশ (অনু)
জুলাই'১৮	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	-	-	-	-	-	-
	সওজ	৩	৯	৭	৪	৩৭	৩৫
	বিআরটিসি	১	২২	২০	-	-	-
	বিআরটিএ	-	-	-	-	-	-
	ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-

www.rhd.gov.bd At date: 2018-08-13

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) বিআরটিএ'র অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি ও ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রেরণে করণীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে ১৫/০৭/২০১৮ এবং ৩১/০৭/২০১৮ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিআরটিএ হতে কার্যপত্র পাওয়া গেলে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হবে। এ ছাড়া পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে বিআরটিসি অডিট আপত্তির সংখ্যা যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে। সঠিক সংখ্যা নির্ধারিত হলে ক্র্যাশ গ্রোগ্রামে আয়োজন করা হবে। এ বিষয়ে নিয়মিত পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সওজ অধিদপ্তরের অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সওজ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে পুনরায় একটি সভা আয়োজনের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	(গ) বিআরটিএ হতে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র ২৫/০৮/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সংখ্যা যাছাই- বাছাই এর জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। গৃহীত কার্যক্রম আগামী সভায় পেশ করতে হবে। (ঙ) সওজ অধিদপ্তরের অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে পুনরায় সভার আয়োজনের উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটি/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) চেয়ারম্যান, (বিআরটিএ/ বিআরটিসি) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	জুন'১৮ মাস হতে আগত পেন্ডিং কেইস	জুলাই'১৮ মাসে আগত	মোট অনিস্পন্ন	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২৬	০৫	৩১	০৫	২৬	
বিআরটিসি	১১৪	০৫	১১৯	-	১১৯	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	**১৪৪**	১০	**১৫৪**	০৫	**১৪৯**	

	ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ০৪টি। উক্ত ০৪টি অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে ০৩টি, সিভিল আদালতে মামলার কারণে ০১টি অনিষ্পন্ন রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। পরিচালক (নীরিক্ষা ও হিসাব) সভাকে অবহিত করেন, অডিট আপত্তির কারণে দীর্ঘ পেন্ডিং ৩ (তিন) টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে যোগাযোগ করতে সভাপতি পরিচালক (নীরিক্ষা ও হিসাব)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ আগামী সভার পূবেই করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) যুগ্মসচিব (আইন, সংস্থা)/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। বর্তমান মাসে ২,০০,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮** **যুগ্মসচিব (অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ অধিশাখা) জানান**, খসড়া **সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮** সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ভেটিং শেষে এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে। মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের নিমিত্ত খসড়া আইন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	খসড়া সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের নিমিত্ত যোগাযোগ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন/অর্থনৈতি ও আন্তর্জাতিক সংযোগ অধিশাখ
	খ. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়ার উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির ৩য় সভা ১৬/০৭/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩য় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়া বিআরটিসি হতে পাওয়া গিয়েছে। খসড়া আইনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসমূহ খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)

www.rthd.gov.bd // date 2018-08-13

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান, **রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮** বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়ার কারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে পাওয়া গিয়েছে। রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং মোটরযান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য আবেদন আহবান করা হলে এ যাবত ৮টি প্রতিষ্ঠান হতে আবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।	প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচি (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখ
	গ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮: ইজারাদার কর্তৃক ফেরি সার্ভিসিং এর বিষয়টি ইজারাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করতে পারেন মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	ইজারাদার কর্তৃক ফেরি সার্ভিসিং এর বিষয়টি ইজারাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব সভা করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশল (যান্ত্রিক)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) (১) ঠিকাদার কর্তৃক ৬৫ টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যা চলমান আছে। মৃত গাছের স্থলে চলমান বর্ষা মৌসুমে নতুন গাছ রোপণ চলছে। এছাড়া, প্রধান প্রকৌশলী জানান, মেগা প্রকল্প বাদে অন্যান্য সকল প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যার বিষয়টি বৃক্ষপালনবিদকে দায়িত্ব দেয়ার বিষয়ে যাচাই-বাছাই করে দেখার জন্য ০১/০৮/২০১৮ তারিখের পত্রে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং)-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) (১) ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) মৃত গাছের স্থলে চলমান বর্ষা মৌসুমে নতুন গাছ রোপনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (ক) (৩) মেগা প্রকল্প বাদে অন্যান্য সকল প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ উপসচিব (জিএফডিপি মনিটরিং টি (সকল)/নির্ব প্রকৌশলী (সক
	(খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ ও তাঁর অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		
	(গ) মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন এবং নির্দেশনার বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে। শিঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(গ) মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে প্রস্তাব আগামী ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	
	(ঘ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, রোপিত তাল গাছ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের নারিকেল গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। নার্সারীতে উৎপাদিত গাছ যথাসময়ে রোপণ করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃক্ষরোপন কার্যক্রম চলছে।		
	(ঙ) প্রধান প্রকৌশলী জানান, রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের (রাজবাড়ী অংশে) উভয় পার্শ্বে সওজ মালিকানাধীন গাছ অবৈধভাবে কর্তন প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখার মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ পত্রের প্রেক্ষিতে অভিযোগটি তদন্তকরণের নিমিত্ত ২(দুই) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের সাথে টেলিফোনিক আলোচনায় জানা যায় শিঘ্রই তদন্ত প্রতিবেদন সওজ অধিদপ্তরে দাখিল করা হবে।	(ঙ) রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে রোপিত গাছ কর্তনের বিষয়ে জড়িত সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের বিরুদ্ধে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরি প্রধান প্রকৌশলী ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
	(চ) প্রধান প্রকৌশলী জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছসমূহের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া, প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, উক্ত মহাসড়কের মিডিয়ানে আগাছা পরিষ্কারের কাজ চলছে। গ্যাপ ফিলিং এর কাজ প্রায় সম্পন্নের পথে। ২৯ কিলোমিটার মহাসড়কের খুলে যাওয়া স্লাব ঠিক করা হয়েছে। অবশিষ্ট কিলোমিটারের স্লাবের কাজ সড়ক বিভাগ থেকে করতে হবে বলে সেনাবাহিনীর পক্ষ হতে জানানো হয়েছে।	(চ) (১) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (চ) (২) উক্ত সড়কের অবশিষ্ট কিলোমিটারে খুলে যাওয়া স্লাবের কাজ সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কর্তৃক করার উদ্যোগ নিতে হবে।	

www.rhd.gov.bd || date: 2018-08-13

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৮.	**পরিদর্শন বাংলোর যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলো ব্যবহারের লক্ষ্যে কক্ষ বরাদ্দ সংক্রান্ত অনুসরণীয় নীতিমালা ও ভাড়ার হার নির্ধারণে সম্মতি প্রদানের জন্য ২০/০৫/২০১৮ তারিখ অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধভাবে স্থাপিত স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট/আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তর এবং জেলা পরিষদের মধ্যে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও বিবাদ (Dispute) নিরসণের লক্ষ্যে ০৬/০৫/২০১৮ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ-নিষ্পত্তি কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমির নিরঙ্কুশ মালিকানা নিশ্চিতকরণার্থে পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ১২/০৫/২০০৩ তারিখের ১৩৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সড়কগুলোর অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে মালিকানার কথাটি অন্তর্ভুক্ত করে এগুলোর দায়-দায়িত্ব সওজ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত করার নিমিত্ত প্রজ্ঞাপনটি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৫/০৬/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক ১৭/০৭/২০১৮ তারিখ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।	(খ) প্রজ্ঞাপন সংশোধনের বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগ ও ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	
	(গ) সভাপতি অবহিত করেন বিভিন্ন সময়ে জেলা পরিষদের অনেক জায়গা সওজের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গার এখনও রেকর্ড করা হয়নি। জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত জায়গা চিহ্নিত করে এবং সওজের অনুকূলে হস্তান্তরের গেজেট সংগ্রহপূর্বক রেকর্ড সংশোধনীর মামলা করার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, ২৬-৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নেত্রকোনা সড়ক বিভাগাধীন ময়মনসিংহ (ডিসি অফিস)-রঘুরামপুর-নেত্রকোনা-মোহনগঞ্জ-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট (নেত্রকোনা অংশ) সড়কে শ্যামগঞ্জ পশ্চিম বাজার এলাকায় সওজ অধিদপ্তরের ভূমিতে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা ৪০০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৫.০০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান কল্যাণপুর সড়ক উপ-বিভাগীয় কার্যালয়ের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠা স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন শেষে অবৈধ দখলকারীদের নামের তালিকা ও নথি প্রস্তুকরণসহ উচ্ছেদ প্রস্তাবনা প্রেরণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(খ) অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	
	ঢাকা জোন: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ০৮/০৭/২০১৮ তারিখ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন কাশিনাথপুর-দাশুরিয়া-নাটোর-রাজশাহী-কানসাট-সোনামসজিদ-বালিয়াদিঘী বর্ডার জাতীয় মহাসড়কের টোলঘর থেকে রসুলপুর মোড় পর্যন্ত ১৯৭ কিলোমিটার হতে ২১১ কিলোমিটার এ অবস্থিত সড়কের উভয় পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ৫৫০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৭.২০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ০৯/০৭/২০১৮ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন কাশিনাথপুর-দাশুরিয়া-নাটোর-রাজশাহী-কানসাট-সোনামসজিদ-বালিয়াদিঘী বর্ডার জাতীয় মহাসড়কের হরিপুর পেট্রোল পাম্প থেকে শান্তির মোড় পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ৫২০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৪.১০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রমের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ /সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান, উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী সওজ অধিদপ্তরের ২জন কর্মচারিকে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কৈফিয়তের জবাবও উক্ত কর্মচারিগণ দাখিল করেছেন। এ ব্যাপারে উক্ত কর্মচারিদের বিরুদ্ধে কী ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে মর্মে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, ০৪/০৭/২০১৮ তারিখ সওজ অধিদপ্তরকে অবহিত করেছেন।	(খ) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী সওজ অধিদপ্তরের ২ জন কর্মচারির বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ২৩/০৫/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করা হয়েছে। শীঘ্রই এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়ন করা হবে মর্মে জানিয়েছেন।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)

www.rhd.gov.bd /Date:2018-08-13

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	চট্টগ্রাম জোন: চট্টগ্রামে জোনের আওতায় সওজ অধিদপ্তরের জায়াগায় গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা চট্টগ্রাম
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: (১) যুগ্মসিচব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা দ্রুত প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ০২/০৭/২০১৮ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বিআরটিএ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসে ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (২) অতি পুরাতন/জরাজীর্ণ/ফিটনেসবিহীন গাড়ী/ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের নিমিত্ত বুয়েটেসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা/মতবিনিময় করে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য ২৭/০৬/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জবাব প্রাপ্তির পর উপস্থাপন করা হবে।	(১) (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসে ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) (খ) ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা দ্রুত প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অতি পুরাতন/জরাজীর্ণ/ ফিটনেস বিহীন গাড়ী/ট্রাক চলাচলের বিষয়ে বুয়েটেসহ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সভা করে মতামত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
১০.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের বিষয়ে চাহিদা পত্র/তথ্য প্রদানের জন্য অধিভুক্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/ বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে চাহিদাপত্র সংগ্রহপূর্বক এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১১.	**সওজ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণাগার এর নতুন জনবল কাঠামো তৈরি করা :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে একটি উইং সৃজনের বিষয়টি একীভূত করে সওজ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণের বিষয়ে ০৫/০৬/২০১৮ ও ১২/০৭/২০১৮ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুনরায় ০৮/০৮/২০১৮ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	দ্রুত সভা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
১২.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান, (ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের পত্রের মাধমে অনুরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক বিভাগ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শন যানের সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে ৫০টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মেরামত অযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সংখ্যা ৩১৫টির মধ্যে ২৭৫টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে অবশিষ্ট ৪০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। (খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অকোজো গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট ও নিলাম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ: মেরামত অযোগ্য গাড়ীর সংখ্যা: ১৭৩ সার্ভে রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য: মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন: ১৬১; মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায়: মোট ১২টি সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ: - নিলাম সংক্রান্ত: বিক্রিত: ৯৫টি; বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন: ৬৬ বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন ৬৬টি গাড়ীর মধ্যে ২৬টি বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন অবশিষ্ট ৪০টির মধ্যে ১৪টির দরপত্র পাওয়া গিয়াছে বাকি ২৬টির কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি।	(ক) অমেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা প্রস্তুত করে বিধি অনুযায়ী তা বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে। (খ) কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাড়ী বিক্রয়ের জন্য বিধি মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। পরবর্তী সভায় এ বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

www.rhd.gov.bd বিজ্ঞপ্তি নং-2018-08-13

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য একটি রি-সাইক্লিং যন্ত্র কেনার জন্য টেকনিক্যাল Revised ডিপিপি প্রস্তুত করে ২২/০৭/২০১৮ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (ঘ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা, গোপালগঞ্জ, খুলনা ও রংপুর জোনের আওতাধীন "গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে প্রকল্পভুক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত আহবানকৃত দরপত্রের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলীর কর্তৃক অনুমোদন হয়েছে। বর্তমানে মালামাল সরবরাহ করার নিমিত্ত L/C খোলা হয়েছে। এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় এজেন্ডাটি বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (ঙ) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিটি সড়ক/যান্ত্রিক বিভাগসমূহে সচল গাড়ী ও সরঞ্জাম রাখার জন্য যেসকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করতে হবে তার তালিকা নিম্নরূপ: মোট সড়ক বিভাগের সংখ্যা: ৬৫ শেড বিদ্যমান রয়েছে এমন বিভাগের সংখ্যা: ১৪ শেড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন বিভাগের সংখ্যা: ৪০ শেড নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এমন বিভাগের সংখ্যা: ১১ (চ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, বগুড়া ফেরি বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপবিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপবিভাগ সৃজনের বিষয়ে চাহিত তথ্যাদি ০৩/০৬/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ২৯/০৭/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(গ) রি-সাইক্লিং যন্ত্র ক্রয়ের Revised ডিপিপি'র পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে। (ঙ) যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন তা সম্পন্ন করতে হবে এবং যে সকল সড়ক বিভাগ উদ্যোগ নেননি তাদের কে উদ্যোগ নিতে হবে। (চ) সভার কার্যবিবরণী পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)
	খ. বিআরটিএ: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান- (১) বিআরটিএ'র টিওএন্ডই-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তকরণের সম্মতি প্রদানের জন্য গত ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১৮/১২/২০১৭ তারিখে কতিপয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ জানায়। বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সুস্পষ্ট না হওয়ায় এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এর সভাপতিত্বে ৯/০৮/২০১৮ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত তথ্যাদি প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (২) যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রয়েছে। (৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার অভিযান শুরুর অর্থাৎ ১৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৩৩৫৪ টি মোটরযানে অবৈধভাবে সংযুক্ত এঙ্গেল, হুক অপসারণ করা হয়েছে।	(১) সভা করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। (২) গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারক করতে হবে। (৩) পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ অভিযান পরিচালনার প্রতিবেদন সমন্বয় করে প্রতি মাসে সভার পূর্বে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)(নন গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গণপরিবহনে প্রদর্শন: (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সম্বলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত স্টীকার ও সংশ্লিষ্ট বাসের রেজিস্ট্রেশন নম্বর বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানো হয়েছে। (খ) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, যাত্রী হয়রানী ও ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য ঢাকা শহরে প্রতিটি গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর নম্বর সম্বলিত স্টীকার গাড়ীর ভেতরে দৃশ্যমান স্থানে লাগানোর বিষয়ে বিআরটিএকে ০৪/০৬/২০১৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। বিআরটিএ কর্তৃক মালিকানাধীন প্রতিটি যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ ও সংশ্লিষ্ট বাসের রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিতকরণ এবং স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে সভায় পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, চট্টগ্রাম বিভাগেও এ কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেয়ার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে হবে। (খ) গাড়ীতে ৯৯৯ স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা যাবে না। (গ) চট্টগ্রাম বিভাগে এ কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি /বিআরটিএ সংস্থাপন)
১৩.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক ৩৫টি পদ সৃজনের নিমিত্ত পদভিত্তিক রাজস্বখাতে পদ সৃজনের প্রস্তাব ১১/০৬/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)

www.rhd.gov.bd || date: 2018-08-13

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনের কোয়ারীর জবাব ১৯/০৪/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে উক্ত মন্ত্রণালয় হতে ০৪/০৬/২০১৮ তারিখে পুনরায় কোয়ারী করে পত্র প্রেরণ করে। কোয়ারীর জবাব ১৬/০৭/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গত ১৪/০৩/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হলে কতিপয় তথ্যাদি চাওয়া হয়। চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের বিআরটিএকে পত্র প্রেরণ করা হয়। বিআরটিএ হতে তথ্যাদি না পাওয়ায় ৩০/০৭/২০১৮ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়েছে। তথ্যাদি প্রাপ্তির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা তথ্যাদি বিআরটিএ হতে দ্রুত মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঘ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সভাপতি অবহিত করেন অনেকগুলো সীমাবদ্ধতার কারণে স্বচ্ছভাবে মোটযান ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা যাচ্ছে না। Competancy Test বোর্ডে প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মকর্তা/কমচারি না থাকায় মোটরযান ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিআরটিএ'র জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। জেলা প্রশাসন হতে নির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সাথে Competancy Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্যও চেয়ারম্যান, বিআরটিকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) জেলা প্রশাসন হতে নির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (খ) Competancy Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঘ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অফিস বা বসার ব্যবস্থা ও সহযোগি স্টাফ পদায়ন সংক্রান্ত: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরে প্রেষণে নিয়োজিত এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানকৃত জোনের (ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ) কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত অফিস কক্ষ বরাদ্দসহ সহযোগি স্টাফ পদায়ন/দায়িত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ-কে পত্র দেয়া হয়েছে।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত জোনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দ্রুত অফিস বা বসার ব্যবস্থা ও সহযোগি স্টাফ পদায়ন/দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
১৪.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ২০১১-১২ অর্থ-বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৫৪,০০,০০০/- (ছয় কোটি চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। জুলাই/১৮ মাসে ডিএসএল বাবদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: (১) **চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান,** Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণাসহ বিআরটিসি বিভিন্ন ডিপো ম্যানেজার ও চালক/কন্ডাক্টরদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, গত ১৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে বিআরটিসি বাসে র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় র‍্যাপিড পাস ব্যবহার কমে যাওয়া, Ticket office Machine কাউন্টার পরিচালনা, নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ২৩৭৬টি র‍্যাপিড পাস বিক্রি হয়েছে। র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের জন্য অপারেটর বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অপারেটরদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারের নিমিত্ত- • ডিপো ম্যানেজার ও লিজ কোম্পানীর ম্যানেজারসহ বাস চালকদের ওরিয়েন্টেশন এর ব্যবস্থা করা হবে। ওরিয়েন্টেশন এর স্থান ও সময় ডিপো ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করে ক্লিয়ারিং হাউজের এক্সপার্ট টিম ব্যবস্থা নিবে। • ব্ল্যাকলিস্ট কার্ড পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করার জন্য বিআরটিসি'র কাউন্টারে ক্যাম্পেইনের ব্যবস্থা করা হবে। ক্যাম্পেইনের স্থান ও সময় ডিপো ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করা হবে। • বাসের অভ্যন্তরে র‍্যাপিড পাসের তথ্য সম্পর্কিত লিফলেট পুনরায় লাগানো হবে। • কল্যাণপুর বিআরটিসি বিলবোর্ডে র‍্যাপিড পাসের প্রচারণার ব্যবস্থা নেয়া হবে।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রব পরিচালক, র‍্যাপিড পাস

www.rhd.gov.bd/ date 2018-08-13

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) (ক) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) ও চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী শহরে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (২) (খ) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারের Handy R/W ডিভাইস এর ত্রুটি পাওয়া মাত্র তা সংশোধন/পরিবর্তনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নবীনগর-মতিঝিল রুটে Rapid Pass ব্যবহারের পরিকল্পনা বিআরটিসি কর্তৃক বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।	(২) (ক) ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী শহরে বিআরটিসি ও উপযোগী অন্য গাড়ীতে র‍্যাপিড পাস চালুর বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) (খ) Rapid Pass কার্ড ব্যবহারকারী ডিভাইসে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে তা সচল করার ব্যবস্থা নিতে হবে। (২) (গ) নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর উদ্যোগ এবং মালিকানাধীন উপযোগী বাসে চালুর জন্য বাস মালিকদের সাথে আলোচনা করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস
	গ. বিআরটিএ এবং ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : **বিআরটিএ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- সড়ক এ জনপথ অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে আগস্ট ২০১৮ সময়ের মধ্যে বিআরটিএ'র নব-নির্মিত ভবন উদ্বোধনের সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অথবা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ভবন উদ্বোধনের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	সেপ্টেম্বর ২০১৮ সময়ের মধ্যে ভবন উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ডিটিসিএ : প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভবন নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। ফাউন্ডেশনের সকল Shored পাইল ও সার্ভিস পাইলসহ অন্যান্য সকল পাইলের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে বেইজমেন্টের মাটি কাটার কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১৪.৯৮%। সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক।	ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং)
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প এর অধীনে ১৯৫,৩৪,৫৬,০০০.০০ (একশত পঁচানব্বই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা ব্যয়ে সওজ অধিদপ্তরের ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। বাস্তব অগ্রগতি ৫৮%। আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.৮০%। অবকাঠামোর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ফিটিং এর কাজ চলমান আছে।	সওজ অধিদপ্তরের ভবনের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অক্টোবর ২০১৮ মাসে উদ্বোধনের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ অধিদপ্তর
	ঘ. বেইলী ব্রীজ ধ্বসে পড়া: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (১) সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিতকরণ, ব্রীজের দুই প্রান্তে নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ /বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে মর্মে ৬৫টি সড়ক বিভাগ সওজ অধিদপ্তরকে অবহিত করেছেন। সড়ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি ০৬/০৬/২০১৮ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিত নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ/বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	উপযুক্ত প্রমানাদিসহ যথাযথ নিয়মে মামলা দায়ের করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ওভার লোডেড গাড়ির কারণে ধসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজ সংক্রান্ত মামলার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এডভোকেট এর সাথে যোগাযোগ করে মামলার আরজি সম্পর্কে জেনে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যথাযথ নিয়মে মামলা করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীদেরকে পরামর্শ প্রদানের জন্য যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)-কে পুনরায় সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও মামলার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) এর সাথে সমন্বয় করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(২) (ক) উপযুক্ত প্রমানাদিসহ যথাযথ নিয়মে মামলা দায়ের করতে হবে। (২) (খ) সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও যুগ্মচিব (আইন ও সংস্থা) এর সাথে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ মামলা/ দালিলিক প্রমাণাদির বিষয়ে সমন্বয় করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল

www.rhd.gov.bd // 2018-03-13

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঙ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাক্টর এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে প্রদানকৃত বিআরটিসি'র বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। (২) যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) জানান, বিআরটিসি'র বিভিন্ন ডিপোর অ-জমা/বকেয়ার বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।	(১) বিআরটিসি'র সকল ধরণের বকেয়া আদায়ে তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পত্র দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	চ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় সম্মতি এবং সময় নির্ধারণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান রোড সেফটি বিষয়ে শিঘ্রই একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে। শীঘ্রই কর্মশালা আয়োজনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) চলতি মাসে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হতে তারিখ ও সময় নিতে হবে। (২) রোড সেফটি বিষয়ে আগস্ট ২০১৮ সময়ের মধ্যে ১টি কর্মশালা/সেমিনার/ আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	ছ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরীর লক্ষ্যে সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস এবং সর্বশেষ নির্মাণ/পুর্নির্মাণ/মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি এন্ট্রির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সড়কভিত্তিক সর্বশেষ উন্নয়ন কাজ এবং পিএমপি (মেজর) কাজের হালনাগাদ তথ্য সংযোজনের লক্ষ্যে ছকভিত্তিক তথ্য চেয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, এইচডিএম সার্কেল, ঢাকা হতে মাঠ পর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগের সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান জুলাই'১৮ মাসে সওজ অধিদপ্তর কতৃক প্রস্তুতকৃত Indexটি সংশ্লিষ্ট কর্মকতাদের নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। শীগ্রই অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে Indexটির ওপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।	প্রতিটি সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরির কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ/অতিরিক্ত সচিব/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	জ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঝ. সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা নিয়মিত আহবানপূর্বক ও এর কার্যক্রম জোড়দার করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	সড়ক নিরাপত্তা বিষয়টি এজেন্ডাভুক্তি ও দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঞ. অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মাসিক সভা/ মাসিক সমন্বয়র সভা সংক্রান্ত: প্রত্যেক অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা নিয়মিতভাবে মাসিক সভা ও মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন এবং সভার কার্যবিবরণীর কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থাকে নিয়মিতভাবে মাসিক সভা ও মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিস)
	ট. ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত: যুগ্মসিচব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে কর্মরত ২৬৬৭ জন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিকে রাজস্ব খাতে সংস্থাপনে নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান নিয়োগ বিধিমালায় বয়সসীমা শিথিল সংক্রান্ত বিশেষ বিধান সন্নিবেশ প্রস্তাব ০৫/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্ণিত নিয়োগ বিধিমালাটির সংশোধন চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ/পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সুপারিশ/পরামর্শ অদ্যাবদি পাওয়া যায়নি। এছাড়া, যে সকল ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্বখাতে নিয়মিত হওয়ার লক্ষ্যে রীট মামলা করেছেন তাদের বিষয়ে মাননীয় আদালতের রায় বাস্তবায়নের বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হয়। প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)

www.rhd.gov.bd // date 2018-08-13

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঠ. সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): দেশের সমুদ্র নির্ভর সম্পদ যেমন সামুদ্রিক মৎস, সমুদ্রের অভ্যন্তরের খনিজ সম্পদ, সমুদ্রের তলদেশের সম্পদরাজী আমাদের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখতে পারে। সভাপতি অবহিত করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমুদ্রভিত্তিক অর্থনীতি অর্থাৎ সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) বাস্তবায়নে সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসহ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদানে করেছেন। এ লক্ষ্যে এ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার করণীয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন।	সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) বাস্তবায়নে অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার করণীয় নির্ধারণ করবেন।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান
	ড. সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: (১) **Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-২০১৮ :** (ক) উপসচিব (বাজেট) জানান, ০৪/০৭/২০১৮ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে APA এ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। (খ) উপসচিব (বাজেট) জানান, আগামী ১৯ আগস্ট ২০১৮ এর মধ্যে এ বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে লক্ষ্যে আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা হতে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিআরটিসি ব্যতীত অন্যান্য সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। দপ্তর সংস্থার মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সমন্বয় করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি) জানান, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ বিভাগের শুদ্ধাচারকর্ম-পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ : (ক) এ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৭-২০১৮) বাস্তবায়ন অগ্রগতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে গত ০৯/০৭/২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। (খ) অধীন সংস্থাসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রতিবেদন এ বিভাগে নির্ধারিত সময়ে পাওয়া গিয়েছে। (গ) এ বিভাগ ও অধীনস্ত সংস্থাসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ফিডব্যাক কর্মশালার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়। স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনার ১ম প্রান্তিকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (ঘ) চলতি প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮)-এ ১ম মাস (জুলাই) এ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ হলো যথাক্রমে : কার্যক্রমের ক্রম — কার্যক্রমের নাম ১.৩ — স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ ৪.১ — স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ ৪.৩ — দুদকে স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ (টোল ফ্রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে সংযুক্তকরণ এবং তা কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে অবহিতকরণ ৬.১ — বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন ৭.১ — পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ক্রয়-পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন এ বিভাগের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৮-২০১৯) এর ১ম প্রান্তিকে অন্তর্ভূক্ত অবশিষ্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া এ বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহের কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ১ম প্রান্তিকের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৮-২০১৯) অনুযায়ী সকল কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কাম্য।	চলতি অর্থবছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৭-২০১৮) ১ম প্রান্তিকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংস্থা প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(৩) Grivance Redress System - GRS : (ক) ফোকাল পয়েন্ট (GRS) জানান, জুলাই ২০১৮ মাসে এ বিভাগের অনলাইনের মাধ্যমে ০৯টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। ৯টি অভিযোগের মধ্যে ০৩টির জবাব দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট (৯-৩)=৬টি অভিযোগের মধ্যে ৫টি সওজ অধিদপ্তর ও ০১টি ডিএমআরটিডিপি সংশ্লিষ্ট। ০৬টি অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসি জানান, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GRS সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। (খ) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

www.rhd.gov.bd/ date: 2018-08-13

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে দাখিল করা হয়েছে।	এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	
	(৪) Integrated Budget Accounting System (iBAS^{++}) : **iBAS^{++}** সিস্টেম ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালকদের অর্থ বিভাগ হতে ID ও Password প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ID ও Password ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এছাড়া, চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান iBAS^{++} সিস্টেম ব্যবহারে কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।	(ক) iBAS++ সিস্টেমে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সাথে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (খ) প্রকল্প পরিচালকদের ID ও Password ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) ও সকল সংস্থা প্রধান/ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)
	(৫) Public Sevrice Innovation: উপসচিব (অডিট) জানান, ২০-২৪ জুলাই ২০১৮ সময়ে সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থার ২৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী Public Sevrice Innovation কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)
	(৬) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ই-ফাইল কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আইসিটি রিলেটেড কর্মকর্তাদের নিয়ে ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, অধীনস্ত অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/কোম্পানির সকল শাখা হতে মাসে কমপক্ষে ৫টি ই-নথি উপস্থাপন করতে হবে।	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rthd.gov.bd || date: 2018-08-13